"শিল্পে প্রাকৃতিক গ্যাস
গৃহস্থালীতে বিকল্প জ্বালানী"

"বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা সর্বোচ্চ
অগ্রাধিকার"

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন
কোম্পানী লিঃ (বাপেক্স)
বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা।
www.bapex.com.bd

"দুর্নীতি হবে শেষ
গড়ব সোনার বাংলাদেশ"

স্মারক নম্বরঃ ২৮.০৯.০০০০.০৬১.০১.০০১.২০

তারিখঃ০৬জুন ২০২১

বিষয়: ৩১ মে ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভার স্থান : কনফারেন্স রুম
তারিখ : ৩১ মে ২০২১
সময় : দুপুর ২.৩০ মিনিট
সভাপতি : জনাব মোহাম্মদ আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাপেক্স
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। অতঃপর তিনি সভায় অংশগ্রহণ করতে পেরে মহান আল্লাহর নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী চলমান করোনা অতিমারি দেশীয় এবং আন্তঃদেশীয় কার্যক্রম বাঁধার সম্মুখীন করছে । একই কারণে নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভা আহ্বান করা সম্ভব হয়নি। তিনি সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোম্পানীর সাফল্য অর্জনে কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের দায়িত্বশীল ও সাহসী ভূমিকার প্রশংসা করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিয়মিত চাকুরী শেষে কোম্পানীর উন্নয়নে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হওয়ায় সরকার তাঁকে পরিবর্তী দুই বছরের জন্য বাপেক্স এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পুনঃনিয়োগ প্রদান করায় সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের পক্ষ থেকে নবনিয়োজিত ব্যবস্থাপনা পরিচালককে উষ্ণ অভিনন্দন জানানো হয়। তিনি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এ অর্জনকে সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার স্বীকৃতি মর্মে আখ্যায়িত করেন। কোম্পানীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে সর্ব প্রকার সহযোগিতার অঙ্গীকার পুনঃব্যক্ত করেন। অতঃপর সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু করার জন্য কোম্পানি সচিবকে অনুরোধ জানান।

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	শ্রীকাইল ইস্ট # ১ কূপের গ্যাস গ্যাদারিং লাইন স্থাপন	এ বিষয়ে মহাব্যবস্থাপক ও কোম্পানির সচিব মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি সভায় অবহিত করেন যে, গ্যাস গ্যাদারিং লাইন স্থাপনের কাজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে শ্রীকাইল ইষ্ট #১ কূপ হতে ৮.৫ এমএমএসসিএফ গ্যাস (কম-বেশী) জাতীয় সঞ্চালন লাইনে সংযুক্ত হচ্ছে। তিনি সভায় আরো অবহিত করেন যে, গতকাল বাপেক্স হতে মোট ১৩৪.৫ এমএমএসসিএফ গ্যাস ন্যাশনাল গ্রীডে প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের	কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।	

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		মধ্যে শ্রীকাইল ইস্ট # ১ কূপের গ্যাস গ্যাদারিং লাইন স্থাপন ও আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করে উক্ত কূপ হতে গ্যাস উৎপাদন শুরু করায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন) সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।		
২।	ডাটা ম্যানেজমেন্ট এর অতিরিক্ত জায়গা পেট্রোবাংলার নিকট হস্তান্তর, সিএমটিডব্লিউ স্থানান্তর এবং অকেজো মালামাল রূপগঞ্জ প্রেরণ	মহাব্যবস্থাপক ও কোম্পানি সচিব ডাটা ম্যানেজমেন্ট এর জায়গা ছেড়ে দেয়ার বিষয়ে গঠিত কমিটিকে তাদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ জানান। উপমহাব্যবস্থাপক (সেবা) সভায় অবহিত করেন যে, এ বিষয়ে ইতোমধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী ৩,০০০ (তিন হাজার) বর্গফুট জায়গা পেট্রোবাংলাকে বুঝে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে বাপেক্স হতে চিঠি পাঠানো হয়েছে। মহাব্যবস্থাপক (নির্মাণ) সভায় আরো অবহিত করেন যে, ডিআরএস অফিস মোহাম্মদপুরস্থ ঢাকা উদ্যান থেকে কোম্পানির রূপগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রে স্থানান্তরের লক্ষ্যে চলমান সেড নির্মাণ ও পূর্তকাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং সমুদয় মালামাল স্থানান্তরিত হয়েছে। একই সাথে সিএমটিডব্লিউ বাপেক্স ভবনে স্থানান্তর করা হয়েছে। সভায় আলোচনা করা হয় যে, বাপেক্স ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে বিচ্ছিন্নভাবে অনেক অকেজো/অব্যবহারযোগ্য মালামাল রয়েছে। এ সমস্ত অব্যবহরযোগ্য মালামাল কর্মপরিবেশ বিঘ্নীত করার পাশাপাশি ভবনের মূল্যবান জায়গাও দখল করে আছে। উপমহাব্যবস্থাপক (সেবা) বলেন, এ সমস্ত মালামাল রূপগঞ্জ, ডিআরএস-এ দ্রুত স্থানান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। মহাব্যস্থাপক (প্রশাসন) বলেন, রূপগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে সংরক্ষণের জন্য একটি নিলামযোগ্য মালামাল সংরক্ষণাগার (Auction Yeard) তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত কাজ শেষ হলে কোম্পানীর এরুপ নিলামযোগ্য মালামাল সংরক্ষণাগারে স্থানান্তর করে নিলাম কাজ পরিচালনা করা সুবিধাজনক হবে।	বাপেক্স ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে থাকা অকেজো/অব্যবহারযোগ্য মালামাল ০৭ দিনের মধ্যে রূপগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্রে স্থানান্তর করা হবে।	প্রশাসন বিভাগ, সেবা উপবিভাগ
৩।	আউট সোর্সিং ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক আউট সোর্সিং ভিত্তিতে জনবল নিয়োজিতকরণের গৃহীত পদক্ষেপ এর অগ্রগতি সম্পর্কে মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন যে, সম্প্রতি প্রথম ধাপের নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর সংস্থান অনুযায়ী পরবর্তী ধাপের আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তিনি সভায় আরো অবহিত করেন যে, বর্তমানে কোম্পানীর জন্য একটি যুগোপযোগী সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন	৩০ জুন ২০২১ এর মধ্যে আউটসোর্সিং ভিত্তিতে জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ও উপমহাব্যবস্থাপক (সংস্থাপন)

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		কার্যক্রম চলমান আছে। পেট্রোবাংলা হতে উক্ত সাংগঠনিক কাঠামোর চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেলে আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা যাবে এবং সে মোতাবেক আউটসোসিং ভিত্তিতে অবশিষ্ট লোকবল নিয়োগের কাজ সম্পন্ন হবে। এ প্রসঙ্গে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন যে, নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হলে তদানুযায়ী আউটসোর্সিং ভিত্তিতে জনবল নিয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।		
৪।	ওভারটাইম, আপ্যায়ন এবং ভ্রমণভাতা ব্যয় নিয়ন্ত্রণ	এ বিষয়ে কোম্পানী সচিব হিসাব ও অর্থ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ) সভায় অবহিত করেন যে, এ খাতে সংশোধিত বাজেটে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকার সংস্থানের জন্য পেট্রোবাংলায় প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত অর্থের অনুমোদন পাওয়া গেলে বর্তমানে ওভারটাইম, আপ্যায়ন ও ভ্রমন ভাতা খাতে যে পরিমাণ ব্যয় হচ্ছে তা অব্যাহত রাখা যাবে। প্রয়োজন ব্যতীত সকল খাতের অনাবশ্যক ব্যয় সংকোচনের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	বর্ণিত খাতসমূহের ব্যয় সংকোচন নীতি অব্যাহত থাকবে।	সকল মহাব্যবস্থাপক
৫।	কোম্পানির গাড়ী ব্যবহারের পূর্বে অধিযাচন পত্র অনুমোদন	মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) বলেন, বিশেষ জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত স্বাভাবিক অবস্থায় কোম্পানীর গাড়ী ব্যবহারের পূর্বে অধিযাচন পত্র অনুমোদন আবশ্যক করা হয়েছে। তবে জরুরী প্রয়োজনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন নেওয়া সম্ভব না হলেও গাড়ি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সুশৃঙ্খল রাখার স্বার্থে অন্তত স্ব-স্ব বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে অধিযাচন পত্রটি মহাব্যবস্থাপক প্রশাসন কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ করার জন্য তিনি সবার প্রতি অনুরোধ জানান।	জরুরী প্রয়োজনে কোম্পানীর গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদন নেওয়া সম্ভব না হলেও মহাব্যবস্থাপক প্রশাসন কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।	সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী
৬।	করোনায় আক্রান্তদের চিকিৎসা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্য বীমা	এ বিষয়ে উপমহাব্যবস্থাপক (চিকিৎসা) সভায় অবহিত করেন যে, করোনাসহ অন্যান্য রোগে আক্রান্ত কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চিকিৎসা সেবা গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। সরকার ৩ এপ্রিল ২০২১ তারিখ করোনা রোগীদেরকে চিকিৎসা প্রদানের জন্য হলি ফ্যামিলি হাসপাতালসহ দেশের কয়েকটি হসপিটালকে ডেডিকেটেড হসপিটাল হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ প্রেক্ষিতে হলি ফ্যামিলি হসপিটালে বর্তমানে করোনা চিকিৎসা ব্যাতীত অন্য কোন রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না	হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল হতে করোনা রোগীদের চিকিৎসা সেবা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে।	সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ/কমিটি

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		মর্মে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বাপেক্স বরাবরে পত্র প্রেরণপূর্বক অবহিত করে। তবে করোনা পরিস্থিতির অবসান হলে চুক্তি মোতাবেক উক্ত হসপিটাল হতে সমুদয় চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করা যাবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি আরো অবহিত করেন যে, কল্যাণ ট্রাস্ট্রের আওতায় করোনাসহ অন্যান্য রোগের চিকিৎসা সহায়তার পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং একই সাথে আর্থিক সহযোগিতার পরিমাণ ২(দুই) লক্ষ হতে ৪(চার) লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। তিনি সভায় অবহিত করেন যে, স্বাস্থ্য বীমা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বর্তমানে চলমান রয়েছে।		
৭।	বাপেক্স ভবন বর্ধিতকরণ/সম্প্রসারণ	এ বিষয়ে কোম্পানী সচিব মহাব্যবস্থাপক (নির্মাণ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি সভায় অবহিত করেন যে, ইমারত নির্মাণ আইন অনুযায়ী বাপেক্স ভবন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজউক ও বেসরকারি বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমোদন নেয়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পেট্রোবাংলায় চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে সম্প্রতি অফিস বন্ধ থাকায় পেট্রোবাংলা হতে উক্ত চিঠি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট অগ্রায়ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে দুই একদিনের মধ্যে এ বিষয়ে আরেকটি চিঠি পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজউক ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তপক্ষের নিকট থেকে দুত অনুমতি প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য নির্মাণ বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	নির্মাণ বিভাগ বাপেক্স ভবন সম্প্রসারণের বিষয়ে যথাযথ কর্তপক্ষের নিকট থেকে দুত অনুমোদন গ্রহণ করবে।	মহাব্যবস্থাপক (নির্মাণ)
৮।	বাপেক্স ভবন ও এর জায়গা, রূপগঞ্জের জমি এবং মাধবপুর রিগ বেইজ এর জমি বাপেক্স এর অনুকূলে রেজিষ্টেশন/ক্রয় সম্পাদন	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বর্ণিত বিষয়ে অগ্রগতি জানানোর জন্য মহাব্যবস্থাপক (নির্মাণ) এর দৃষ্টি আর্কষণ করেন। মহাব্যবস্থাপক (নির্মাণ) সভায় অবহিত করেন যে, বাপেক্সর ভবন ও এর জায়গা পেট্রোবাংলা হতে কোম্পানীর অনুকূলে হস্তান্তরের জন্য নিয়মানুযায়ী রাজউক এর অনুমোদন গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নথিটি বর্তমানে রাজউক এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তরে আছে। নির্মাণ বিভাগ ও এসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে সম্প্রতি রাজউক এর চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট সাক্ষাৎ করে অনুমোদন প্রদানের জন্য তাঁকে পুনরায় অনুরোধ জানানো হয়। দু-একদিনের মধ্যে এ বিষয়ে আবারো রাজউক এ যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি দুত অনুমোদন প্রাপ্তির বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। মহাব্যবস্থাপক (নির্মাণ) সভায় আরো অবহিত করেন যে, রূপগঞ্জ এর জায়গা বাপেক্সের অনুকূলে ক্রয়/রেজিষ্টেশন করার জন্য রাজউক-এ আবেদন জানানো হয়।	প্রস্তাবিত কমিটি ১। কোম্পানী সচিব-আহবায়ক ২। মহাব্যবস্থাপক (নির্মাণ)-সদস্য ৩। উপমহাব্যবস্থাপক (সেবা)-সদস্য সচিব ৪। মোঃ মাহবুব উর রশীদ- সদস্য (এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি)	মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		রাজউক এ বিষয়ে গণপূর্ত অধিদপ্তরের মতামত/ক্লিয়ারেন্স চায়। গণপূর্ত অধিদপ্তর এক সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে এবং বাপেক্স উক্ত কমিটিকে রুপগঞ্জ গ্যাস ফিল্ডে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে কোম্পানীর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ী উক্ত জায়গা কেন বাপেক্স এর মালিকানায় থাকা প্রয়োজন তা' ব্যাখা করে। তিনি জানান যে, এ বিষয়ে বেশ অগ্রগতি হয় কিন্তু ইত্যবসরে উক্ত কর্মকর্তা অন্যত্র বদলী হয়ে যাওয়ায় এবং করোনা পরিস্থিতির কারণে প্রায়শঃ অফিসে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা অনুপস্থিত থাকায় পরবর্তীতে আশানুরূপ অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ব্যবস্থাপনা পরিচালক তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিসিট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর মালিকানাধীন বাপেক্সের মাধবপুরস্থ রিগ বেইজ এর জায়গার ক্রয়/লিজ চুক্তি বাস্তবায়নের বিষয়ে কোম্পানী সচিব ও মহাব্যবস্থাপক (নির্মাণ) এর দৃষ্টি আর্কষণ করেন। মহাব্যবস্থাপক (নির্মাণ) বলেন, বাপেক্স উক্ত জায়াগা ক্রয়ের বিষয়ে টিজিটিডিসিএল এর নিকট আগ্রহ জানায়। কিন্তু টিজিটিডিসিএল বিক্রয়ের পরিবর্তে বাপেক্সকে লিজ প্রদান করতে চায়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রয় এবং লিজ এর মধ্যে মালিকানা স্বত্বে তেমন পার্থক্য না থাকায় তিতাস যেভাবে চায় সে মোতাবেক দ্রুত উক্ত জমি ক্রয় অথবা লিজ চুক্তি সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাপেক্স ভবন ও এর জায়গা, রুপগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড এবং মাধবপুর রিগ বেইজ এর জমি বাপেক্স এর অনুকূলে রেজিষ্টেশন/ক্রয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদন করার জন্য কোম্পানী সচিব, নির্মাণ বিভাগ, সেবা উপবিভাগ এবং এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে কমিটি গঠন করার জন্য মহাব্যবস্থাপক প্রশাসন) নির্দেশনা প্রদান করেন।		
৯।	ই-নথির মাধ্যমে বাজেট বরাদ্দ প্রদান	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বর্ণিত বিষয়ে হিসাব ও অর্থ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ) বলেন, করোনার কারণে বিগত প্রায় দু মাস দাপ্তরিক কার্যক্রম সীমিত ছিল। বর্তমানে বাজেট শাখায় একজন কর্মকর্তা রয়েছেন। কর্মকর্তা সংকট এবং লজিষ্টিকস্ এর সীমাবদ্ধতার কারণে ই-নথির মাধ্যমে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা দূর করে আমাদেরকে বাজেট বরাদ্দ ই-নথি ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হবে। এ ব্যাপারে তিনি জনবল রি-এরেঞ্জ করার জন্য এবং আইসিটি উপবিভাগের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার ক্রয়ের	হিসাব ও অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় লজিষ্টিকস এর ব্যবস্থা করে দ্রুত সময়ের মধ্যে ই-নথি মাধ্যেমে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করবে।	মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ)

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		পরামর্শ প্রদান করেন।		
১০।	চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ে বহুতল ভবন নির্মাণ	কোম্পানী সচিব এ বিষয়ে মহাব্যবস্থাপক (নির্মাণ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি সভায় অবহিত করেন যে, আঞ্চলিক কার্যালয়ে একটি বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন ইতোমধ্যে দাখিল করা হয়েছে। তিনি আরো অবহিত করেন যে, যে জায়গায় ভবন নির্মাণের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে উক্ত স্থানের ২২.৫ শতাংশ ভূমির মালিকানা নিয়ে ইউসিবিএল ব্যাংক এর সাথে দ্বন্দ রয়েছে । উক্ত জায়গার মালিকানা দাবি করে ইউসিবিএল ১৯৯৪ সালে বাপেক্স এবং ডিসি, চট্টগ্রাম এর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করে। আদালত ২০১৩ সালে মামলাটি খারিজ করে দেয়। সম্প্রতি ইউসিবিএল উক্ত জায়গার মালিকানা দাবি করে বাপেক্স বরাবর একটি চিঠি প্রদান করে। তবে ইউসিবিএল এর সাথে এ বিষয়ে যোগাযোগ করলে চিঠিটি তাদের তরফ থেকে দেওয়া হয়নি মর্মে জানানো হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, পর্যালোচনাতে ইউসিবিএল কর্তৃক জায়গার মালিকানা দাবী ও আদালতে মামলার বিষয়টি স্পষ্ট নয় মর্মে প্রতিয়মান হয়। তিনি উক্ত জায়গার মালিকানা নিয়ে ইউসিবিএল বা অন্য কারো সাথে কোন দ্বন্দ/মামলা আদালতে রয়েছে কিনা তা দ্রুত সুরাহা করার জন্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক অফিসে কর্মরতদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনপূর্বক দ্রুত প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশনা প্রদান করেন। একই সাথে প্রস্তাব অনুযায়ী আঞ্চলিক কার্যালয়, চট্টগ্রামে সুবিধাজনক স্থানে (কম-বেশী) ১০ কোটি টাকার মধ্যে একটি বহুতল ভবন নির্মাণের প্রাক্কলন তৈরী করে কর্তৃপক্ষ বরাবরে দাখিল করার জন্য মহাব্যবস্থাপক (নির্মাণ) কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) আদালতের মামলা/ জমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ ইত্যাদি বিষয়ে জনাব আবু হাসান মোঃ খায়রুজ্জামান, উপমহাব্যবস্থাপক সহ অন্য এক জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করবে। (খ) মহাব্যবস্থাপক (নির্মাণ) প্রস্তাবিত বহুতল ভবনের প্রাক্কলন প্রতিবেদন ৭ কর্মদিবসের মধ্যে দাখিল করবেন।	মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন/নির্মাণ) ও প্রস্তাবিত কমিটি
১১।	ফেঞ্চুগঞ্জ কূপ # ১, ২ এবং সেমুতাং কূপ # ২ ও ৬ কূপ খনন/উন্নয়ন	কম Pressure সম্পন্ন কূপের উন্নয়ন অগ্রগতি বিষয়ে মহাব্যবস্থাপক (ভূতত্ত্ব) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি সভায় অবহিত করেন যে, সংশ্লিষ্ট কূপসমূহের Log/Data পুনঃ বিশ্লেষণ/মূল্যায়ন এর কাজ চলমান রয়েছে। তিনি বলেন, উক্ত কূপসমূহের মধ্যে কয়েকটির পর্যাপ্ত উপাত্ত নেই এবং অনেক কূপের Log/Data বেশ পুরাতন টেকনোলজির হওয়ায় সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি	কনসালটেন্ট এর তরফ থেকে প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর দুটি প্রতিবেদন একসাথে পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিবে।	মহাব্যবস্থাপক (ভূতত্ত্ব)

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		বলেন, বর্তমানে বাপেক্স এ নিয়োজিত আর্ন্তজাতিক ভূতত্ত্ব কনসালটেন্ট কর্তৃক ফেঞ্চুগঞ্জ কূপসমূহের খনন/উন্নয়ন বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। এ বিষয়ে সহসাই একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পাওয়া যাবে মর্মে তিনি আশা প্রকাশ করেন। মহাব্যবস্থাপক (পরীক্ষাগার) বলেন, ইতিপূর্বে কোম্পানীর আওতাধীন Dry, Abandoned and Suspended কূপসমূহের খনন/উন্নয়ন সংক্রান্তে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে একটি টিম গঠন করা হয়। উক্ত টিম সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর ভূতত্ত্ব কনসালটেন্ট কর্তৃক ফেঞ্চুগঞ্জ কূপসমূহের খনন/উন্নয়ন বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিলের পর ইতোমধ্যে Dry, Abandoned and Suspended কূপসমূহের খনন/উন্নয়ন সংক্রান্তে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের বিষয়ে ইতোমধ্যে যে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে সেটিসহ দু'টি প্রতিবেদন টেকনিক্যাল বিভাগসমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে এক সাথে পর্যালোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে সভায় ঐকমত্য পোষণ করা হয়।		
১২।	কাপাসিয়া কূপ খনন স্থাপনায় শেড নির্মাণ ও উক্ত স্থাপনায় নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োজিতকরণ।	এ ব্যাপারে মহাব্যবস্থাপক (নির্মাণ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি সভায় অবহিত করেন যে, ভূপদার্থিক বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে কোম্পানির কাপাসিয়া কূপ খনন স্থাপনার কর্মচারী আবাসিক এলাকায় ৪৭,০০০ হাজার বর্গফুট সাইজের একটি গোডাউন নির্মাণের লক্ষ্যে Soil Test করা হয়েছে। সভায় আলোচনা করা হয় যে, কাপাসিয়া স্থাপনায় মোট ৭.৬১ একর জায়গা বাপেক্স এর অনুকূলে ক্রয় করা হয়েছে। জায়গাটি ঢাকার সন্নিকটে এবং এর ভূগঠন অত্যন্ত চমৎকার। কোম্পানীর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিবেচনায় রেখে উক্ত জায়গার সর্বোত্তম ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ভূপদার্থিক বিভাগ, নির্মাণ বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ এবং প্রশাসন বিভাগের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি টিম দ্রুত কাপাসিয়া স্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন করে উক্ত জায়গার উত্তম ব্যবহারের বিষয়ে একটি সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করতে পারে মর্মে সভায় মতামত প্রদান করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক উক্ত প্রস্তাবের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন। মহাব্যবস্থাপক (ভূপদার্থ) বলেন, কাপাসিয়া স্থাপনায় ভূতাত্ত্বিক জরিপ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরণের গুরুত্বপূর্ণ মালামাল রয়েছে। উক্ত মালামালের নিরাপত্তা	(ক) কোম্পানীর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিবেচনায় রেখে উক্ত স্থাপনায় একটি শেড নির্মাণ ও জায়গাটির সর্বোত্তম ব্যবহার কিভাবে করা যায় সে লক্ষ্যে স্থাপনাটি সরেজমিনে পরিদর্শন করে একটি সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য কমিটি গঠন করা হবে। (খ) প্রশাসন বিভাগ প্রস্তাব অনুযায়ী কাপাসিয়া স্থাপনায় নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োজিত করণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		বিধানে বর্তমানে তিন জন স্থায়ী এবং দুই জন অস্থায়ী নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োজিত রয়েছে। কাজের পরিধি বিবেচনায় উক্ত স্থাপনায় আরো ৪ (চার) জন অস্থায়ী/আউটসোর্সিং ভিত্তিতে নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োজিত করণের জন্য তিনি প্রশাসন বিভাগকে অনুরোধ জানান। উপমহাব্যবস্থাপক (সংস্থাপন) বলেন, বিদ্যমান আউটসোর্সিং চুক্তিতে নিরাপত্তা প্রহরীর প্রভিশন না থাকায় আপাতত সম্ভব হচ্ছে না। তবে সেবা উপবিভাগের সহিত অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের বলবৎ আউটসোর্সিং চুক্তির আওতায় নিরাপত্তা প্রহরী নিয়োজিত করা যেতে পারে মর্মে তিনি সভায় অবহিত করেন।		
১৩।	শাহবাজপুর # ৩ কূপ এলাকা থেকে রিগ ও রিগ সংশ্লিষ্ট মালামাল স্থানান্তর	কোম্পানী সচিব এ বিষয়ে মহাব্যবস্থাপক (প্রকৌশল) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি সভায় অবহিত করেন যে, ইতোমধ্যে শাহবাজপুর # ৩ কূপ এলাকা হতে রিগ ও রিগ সংশ্লিষ্ট মালামাল শাহবাজপুর ২নং কূপ এবং শাহবাজপুর ইষ্ট #১ কূপ এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে কিছু মালামাল এখনো শাহাবাজপুর #৩ কূপ এলাকায় রয়েছে। তিনি বলেন, মালামালগুলো পরিকল্পনা মাফিক পরবর্তী কোন ওয়ার্ক-ওভার প্রকল্পে স্থানান্তর করা হলে একাধিক বার মালামাল পরিবহনের ঝামেলা এড়ানো যেত। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহাব্যবস্থাপক (প্রকৌশল) কে প্রকল্প পরিচালক, "শাহবাজপুর গ্যাসক্ষেত্রের জন্য ৬০ এমএমসিএফডি প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ প্রকল্প" এর সাথে সমন্বয় সাধন করে পরবর্তী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অবশিষ্ট মালামাল সুবিধামত স্থানে স্থানান্তরের পরমার্শ প্রদান করেন ।	প্রকৌশল বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এর সাথে সমন্বয় সাধন করে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অবশিষ্ট মাল সুবিধামত স্থানে স্থানান্তর করবে।	মহাব্যবস্থাপক (প্রকৌশল) ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
১৪।	ভোলানর্থ-১,২ এবং ইলিশা'র জন্য প্রসেস প্লান্ট ক্রয়ের সম্ভাব্যতা যাচাই	মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন) সভাপতির অনুমতিক্রমে সভায় অবহিত করেন যে, ভোলা নর্থ -১ এর কূপ খনন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ভোলা নর্থ-২ এবং ইলিশায় কূপ খননের পরিকল্পনা রয়েছে। উক্ত কূপসমূহ হতে গ্যাস উৎপাদনের জন্য প্রসেস প্লান্ট ক্রয়ের প্রস্তুতি জরুরী ভিত্তিতে নেয়া প্রয়োজন। কেননা প্রসেস প্লান্ট ক্রয় প্রক্রিয়া দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক উক্ত প্রস্তাবে একমত প্রকাশ করে বলেন, কমিটি উৎপাদন, ভূতত্ত্ব, ভূপদার্থ, নির্মাণ বিভাগ এর প্রতিনিধি এবং এফআইসি (ভোলা) এর সমন্বয়ে হতে পারে। প্রস্তাবিত কমিটি ভোলা কূপ অঞ্চল সরেজমিনে পরিদর্শন করে ক্রয়তব্য প্রসেস প্লান্ট এর ধরণ, সক্ষমতা ও কোন জায়গায় প্রসস প্লান্টটি স্থাপন করা যেতে	ভোল নর্থ-১,২ এবং ইলিশা'র জন্য প্রসেস প্লান্ট ক্রয়ের সম্ভাব্যতা যাচাই এর লক্ষ্যে উৎপাদন, ভূতত্ত্ব, ভূপদার্থ, নির্মাণ বিভাগ এর প্রতিনিধি এবং এফআইসি (ভোলা) এর সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে।	মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		পারে এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রদান করবে।		
১৫।	**বিবিধ**	<u>(ক) কোম্পানীর জন্য স্বতন্ত্র ভ্রমণ ভাতা প্রবর্তনঃ</u> মহাব্যবস্থাপক (হিসাব ও অর্থ) সভাপতির অনুমতিক্রমে বলেন যে, কোম্পানীতে বর্তমানে সরকারি টিএ.ডিএ রুল চালু রয়েছে । সরকারি ভ্রমণ ভাতা আইনে কোন হোটেল ভাতা নেই। সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য প্রতিটি জেলা এবং উপজেলা শহরেও থাকার জন্য সরকারি কোয়ার্টার/রেষ্ট হাউজ রয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ভ্রমণকালীন উক্ত রেষ্ট হাউজ বা কোয়াটারে অবস্থান করতে পারেন। কিন্তু বাপেক্স একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দেশের প্রত্যন্ত (Remote) অঞ্চলে বিস্তৃত। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব আবাসন ব্যবস্থা না থাকায় কোম্পানীর কর্মকর্তাদের ভ্রমণকালীন এরুপ দুর্গম অঞ্চলে প্রায়শই বিপদে পড়তে হয় । কোম্পানীর আঞ্চলিক কার্যালয় চট্টগ্রামে অবস্থিত। উক্ত স্থাপনায় বাপেক্স এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের প্রয়োজনে প্রায়ই ভ্রমণে যেতে হয়। কিন্তু সেখানে থাকার জন্য কোন আবাসিক ব্যবস্থা নেই। চট্টগ্রাম অনেক দূরবর্তী শহর। যেখান থেকে দিনে-দিনে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব নয়। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী দাপ্তরিক প্রয়োজনে ভ্রমণে যেতে অনিহা প্রকাশ করেন। এ অবস্থায় কোম্পানীর কাজের স্বার্থে এবং বাস্তবতার নিরীক্ষে বাপেক্সের জন্য পৃথক হোটেল ভাতা প্রবর্তনের জন্য সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট আবেদন জানানো হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে যে জায়গায় কোম্পানীর নিজস্ব আবাসিক সুবিধা নেই উক্ত স্থানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে হোটেল ভাতার সুপারিশ করে বোর্ড কার্যপত্র উপস্থাপনের পরামর্শ প্রদান করেন।	যে স্থনে কোম্পানীর নিজস্ব আবাসিক সুবিধা নেই উক্ত স্থানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে হোটেল ভাতার সুপারিশ করে বোর্ড কার্যপত্র উপস্থাপন করা হবে।	মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
		(খ) <u>মহাব্যবস্থাপকবৃন্দের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণঃ</u> মহাব্যবস্থাপক (ভূতত্ত্ব) সভাপতির অনুমতিক্রমে বলেন, বর্তমানে মহাব্যবস্থাপকের আর্থিক ক্ষমতা (Delegation of Finencial Power) মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় আর্থিক ক্ষমতার সীমারেখা বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন মর্মে সভায় মত ব্যক্ত করা হয়। আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হলে দাপ্তরিক কাজ-কর্মে	সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত হওয়ার পর আর্থিক ক্ষমতা পুন:নির্ধারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

ক্রমিক	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		অনেকাংশে গতি বৃদ্ধি পাবে। ইতিপূর্বে কোম্পানীর কাজের পরিধি এবং বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন পদবীর কর্মকর্তাদের আর্থিক ক্ষমতা কি পরিমাণ হওয়া প্রয়োজন এ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করার জন্য একাধিক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রদান করলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, কোম্পানীর জন্য একটি নতুন সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত সাংগঠনিক কাঠামো চূড়ান্ত হওয়ার অব্যবহিত পর আর্থিক ক্ষমতা পুন:নির্ধারণে উদ্যোগী হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।		

ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রতি মাসের দশ থেকে পনের তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে মাসিক সমন্বয় সভা আহবানের জন্য কোম্পানী সচিব ও মহাব্যবস্থাপক-কে অনুরোধ জানান। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে জব ডেস্ক্রিপশন, সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা, প্রকল্পের অগ্রগতি এবং ক্রয় প্রক্রিয়া প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, সরকার জাতীয় পতিষ্ঠান বাপেক্সকে নিয়ে নতুনভাবে ভাবছে। সরকারের ভাবনার বাস্তবায়ন কুশিলব আপনারা। সে জন্য আপনাদেরকে সরকারের অনুশাসন ও আকাঙক্ষার প্রতি অঙগীকারাবদ্ধ হতে হবে। পরিশেষে তিনি সকলের সুস্বাস্থ্য ও নিরাপদ জীবন কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

০৬/০৬/২০২০

(মোহাম্মদ আলী)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

<u>বিতরণ</u> (অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে):

১) মহাব্যবস্থাপক/উপমহাব্যবস্থাপক/প্রকল্প পরিচালক/ব্যবস্থাপক .... বাপেক্স।
২) অফিস কপি।

"শিল্পে প্রাকৃতিক গ্যাস,
গৃহস্থালিতে বিকল্প জ্বালানী"

"বিদ্যুৎ ও জ্বালানী নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার"

BAPEX

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড (বাপেক্স)

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)
বাপেক্স ভবন, ৪ কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫
www.bapex.com.bd

মাসিক সমন্বয় সভার উপস্থিতি:

তারিখ : ৩১ মে ২০২১
সময় : দুপুর ২.০০টা
স্থান : বোর্ড রুম (লেভেল-৬), বাপেক্স ভবন

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	পদবি	স্বাক্ষর
১।	সেলিমা শাহনাজ	সহকারী ব্যবস্থাপক	Shahnaz. 31.05.2021
২।	মো: আলমগীর হোসেন	মহাব্যবস্থাপক (ভূতত্ত্ব)	[signature] ৩১/০৫/২০২১
৩।	এ.কে.এম. মনজুর হাবীব	মহাব্যবস্থাপক (প্রবি:)	[signature] ৩১/০৫/২০২১
৪।	মোহাম্মদ আবুল কালাম	মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন)	[signature] ৩১.০৫.২০২১
৫।	[illegible]	মহাব্যবস্থাপক ([illegible])	[signature] ৩১/৫/২১
৬।	মো: আব্দুর রউফ	মহাব্যবস্থাপক (প্রকৌশল)	[signature] ৩১/৫/২১
৭।	পি.এম. আমিনুল ইসলাম	মহাব্যবস্থাপক ([illegible])	[signature] ৩১/৫/২১
৮।	এম. এম. কামরুজ্জামান	মহা ব্য: (নির্মাণ)	[signature] ৩১/৫/২১
৯।	মোহা: আহসানুল আমিন	উপ-মহাব্যবস্থাপক (ICT)	[signature] ৩১/৫/২১
১০।	মো: আসাদ উল্লাহ	উপমহাব্যবস্থাপক ([illegible])	[signature] ৩১/০৫/২০২১
১১।	মোহাম্মদ মশিউজ্জামান	উপমহাব্যবস্থাপক ([illegible])	[signature]
১২।	মো: জসিম উদ্দিন হাওলাদার	উপমহাব্যবস্থাপক (পার্সোনেল)	[signature] ৩১/৫/২০২১
১৩।	গাজী মো: মাহবুবুল হক	উপমহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন)	[signature] ৩১/০৫/২১
১৪।	মুহাম্মদ হুমায়ুন কবির খান	ব্যবস্থাপক: (নিরীক্ষা)	[signature] ৩১/৫/২০২১
১৫।	মো: হাসানুজ্জামান সিকদার	উপ-মহাব্যবস্থাপক (উৎপাদন)	[signature] ৩১/০৫/২০২১
১৬।	কাজী মাহবুবুল আলম	DGM HRM	[signature] ৩১/৫/২১
১৭।	মোখলেসুর রহমান	মহাব্যবস্থাপক (ভূপদার্থ)	[signature] ৩১/০৫/২১

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম	পদবি	স্বাক্ষর
১৮।	মোঃ মাঈনুল হোসেন	[illegible] (পুঃস্বাঃ)	[signature] ৩১.০৫.২০২১
১৯।	মোঃ তোফায়েল উদ্দিন সিকদার	উপসহকারী প্রঃ (CMT)	[signature] ৩১/০৫/২১
২০।	মো: [illegible]	[illegible] (মেক)	[signature] ৩১/০৫/২১
২১।	ডাঃ রিফাত [illegible]	[illegible] (চিকিৎসা)	[signature] 31.5.21
২২।	MD. SHAHID ULLAH	[illegible]	[signature]
২৩।			
২৪।			
২৫।			
২৬।			
২৭।			
২৮।			
২৯।			
৩০।			
৩১।			
৩২।			
৩৩।			
৩৪।			
৩৫।			
৩৬।			
৩৭।			
৩৮।			
৩৯।			
৪০।			
৪১।			